

সাধন—বৈধী-ভক্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষটি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে চৌষটি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গুরু-পদাশ্রয়াদি প্রথম দশটি অঙ্গ গ্রহণাত্মক; সেবা-নামাপরায়ণ-বর্জনাদি দ্বিতীয় দশটি অঙ্গ বর্জনাশ্রয়ক। এই বিংশটি অঙ্গ ভক্তির দ্বারস্বরূপ—ভক্তিকে রক্ষা করিবার এবং ভক্তির অন্তরায়-সমূহকে দূরে রাখিবার উপায়-স্বরূপ। ইহার পরের চুয়াল্লিশ-অঙ্গই ভক্তির উন্মেষক সাধন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তিই উক্ত চুয়াল্লিশ অঙ্গের সার। চৌষটি-অঙ্গ-সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তিসেবন—এই পাঁচটি অঙ্গের উৎকর্ষই শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—“কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।” সর্ববিধ সাধনভক্তির মধ্যে আবার নাম-সকীর্তনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—“নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।” নামসকীর্তন-সম্বন্ধে প্রভু আরও বলিয়াছেন—“নাম-সকীর্তন কলৌ পরম উপায়। সকীর্তন-বঞ্চে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত স্নেহে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ নাম-সকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ। সর্বশুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥ সকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন-উদগম ॥ কৃষ্ণ-প্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে-মজ্জন ॥ ৩২০।৭-১১ ॥” নাম-সকীর্তনের আরও একটি সুবিধা এই যে, “খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধ হয় ॥ অন্তা ২০।”

নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে “এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। অম্বরীষাদি ভক্তের বহুঅঙ্গ সাধন ॥”

অগ্ৰাগ্র অঙ্গের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এক অঙ্গের মাত্র সাধন এস্থলে অভিপ্রেত নহে; সকল অঙ্গের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনপূর্বক রুচি-অনুদারে এক অঙ্গের অনুষ্ঠানাদিক্যই অভিপ্রেত।

বৈধীভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমার জ্ঞানই প্রধানরূপে চিত্তে জাগরুক থাকে; সুতরাং বৈধী-ভক্তির সাধনে উন্মেষিত প্রেম মহিমা-জ্ঞান-প্রধান; তাই সিদ্ধাবস্থায় বৈধীভক্তের ভাগ্যে ঐশ্বর্য-প্রধান বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে।

বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে কোনও ভাগ্যে ঐশ্বর্যের জ্ঞান অন্তর্হিত হইতে পারে এবং শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লোভ জন্মিতেও পারে; এরূপ যখন হইবে, তখন হইতেই সাধকের ভক্তি রাগানুগায় পরিবর্তিত হইবে।